Question no 3. **মাথাপিছু আয় কি? মাথাপিছু আয় কি অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপের ভালো সূচক?**

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সবচেয়ে জনপ্রিয় নির্দেশক হল মাথাপিছু প্রকৃত আয়। অন্যান্য বিষয় সমান বা অপরিবর্তিত থাকা অবস্থায়, মাথাপিছু প্রকৃত আয় বেশি হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর উচ্চ এবং মাথাপিছু প্রকৃত আয় কম হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর নিম্ন বলে ধরা যেতে পারে।

মাথাপিছু প্রকৃত আয় = মোট প্রকৃত জাতীয় আয় ÷ মোট জনসংখ্যা

কয়েকটি কারণে এই সূচককে পছন্দ করা হয়।

প্রথমত, মাথাপিছু আয় ক্রমবর্ধমান হলে মোটের উপর বলা যেতে পারে যে, দেশটির উন্নতি ঘটছে। একথা অনস্বীকার্য যে, মাথাপিছু আয় একটি গড় হিসাব মাত্র। কিন্তু এই গড় ক্রমাগত বাড়লে তা নির্দেশ করে যে, মাথাপিছু দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্যের প্রাপ্তি বাড়ছে।

দ্বিতীয়ত, অনুন্নত দেশে উন্নয়ন পরিমাপ করতে হলে মাথাপিছু আয় সূচক সবচেয়ে উপযোগী। কেননা এই সূচকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকেও হিসাবের মধ্যে ধরা হয়। স্বল্পোন্নত দেশের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে বিবেচনা না করলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোনো অর্থ হয় না।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের স্তর তুলনা করতে এবং উন্নয়ন প্রকল্পে তাদের কৃতিত্ব তুলনা করতে মাথাপিছু প্রকৃত আয় সূচক বিশেষ উপযোগী। যে দেশের মাথাপিছু প্রকৃত আয় যত বেশি, সেই দেশ তত উন্নত বলে ধরা যেতে পারে।

অবশ্য মাথাপিছু আয় সূচকেরও কতকগুলো অসুবিধা আছে।

প্রথমত, মাথাপিছু আয় গড় হিসাব মাত্র। জাতীয় আয় না বেড়ে জনসংখ্যা হ্রাস পেলে মাথাপিছু আয় বাড়বে। কিন্তু তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা চলে না।

দ্বিতীয়ত, মাথাপিছু আয়ের হিসাবে আয়বণ্টনকে ধরা হয় না। যদি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের আয় কমে এবং অল্প কয়েকজনের আয় বাড়ে, তাহলেও মাথাপিছু আয় বাড়তে পারে। কিন্তু তাতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে তা বলা যাবে না।

তৃতীয়ত, মাথাপিছু আয় বাড়লেই জীবনযাত্রার মান বাড়ে একথা সর্বদা সত্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, মধ্যপ্রাচ্যের তেল রপ্তানিকারী দেশগুলোর মাথাপিছু আয় আমেরিকার সমতুল্য বা তার থেকেও বেশি। কিন্তু ঐ দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে আমেরিকার ন্যায় উন্নত নয়।

চতুর্থত, যদি মাথাপিছু আয় একই থাকে, তাহলেও দরিদ্র জনসাধারণকে জীবনধারণের মৌল প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো যোগান দিলে জীবনযাত্রার মান বাড়ে। যেমন, জনস্বাস্থ্য পরিসেবা, নিরাপদ পানীয় জল প্রভৃতির যোগান বাড়লে জীবনযাত্রার মান বাড়ে।

পঞ্চমত, যদি জাতীয় আয় বাড়ে এবং যদি জনসংখ্যা স্থির থাকে অথবা আয় অপেক্ষা কম হারে বাড়ে, তাহলে মাথাপিছু আয় বাড়বে। কিন্তু, ধরা যাক, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি পাওয়া গেছে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে অথবা পুনর্নবীকরণযোগ্য নয় এমন সম্পদ ব্যবহার করে। তাছাড়া, জাতীয় উৎপাদনের বৃদ্ধির ফলে পরিবেশ দূষণ বেড়েছে অথবা কোন শিল্পসংশ্লিষ্ট রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে এমন হতে পারে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় বাড়লেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে বা জীবনযাত্রার মান বেড়েছে তা বলা যায় না।

(